আফান্দীর গল্প

সোনা বপন

প্রথম সংস্করণ ১৯৮৮

অনুবাদ : ইয়ু তিয়ানচৌ

ISBN 7—80051—293—2

প্রকাশনা : বিদেশী ভাষা প্রকাশনালয়
২৪, পাই ওয়ান চুয়াং, পেইচিং , চীন
পরিবেশনা : চীন আন্তর্জাতিক পুস্তক বাণিজ্য কর্পোরেশন
(কুওচি শুতিয়ান) পোস্ট বক্স ৩৯৯ , পেইচিং , চীন

গণপ্রজাতন্ত্রী চীনে মুদ্রিত

আফান্দীর গল্প

সোনা বপন

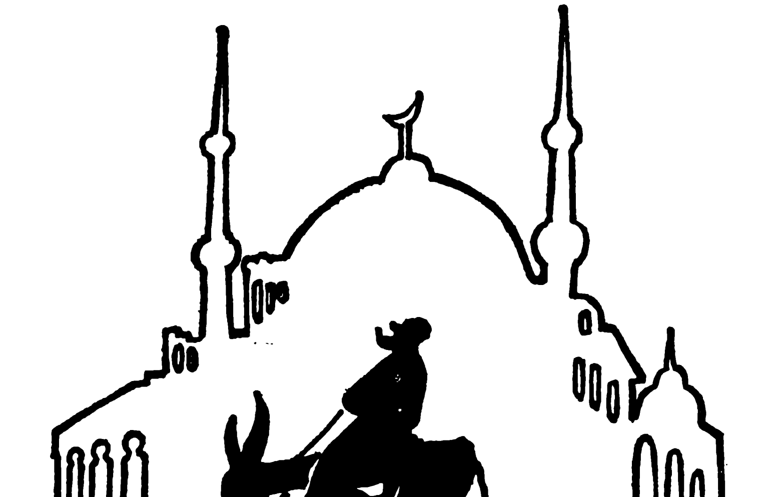

বিদেশী ভাষা প্রকাশনালয়, পেইচিং

প্রকাশকের কথা

নাসেরুদ্দীন আফান্দী চীনের সিনচিয়াং উইগুর জাতিসত্তার বহু লোক-কাহিনীর এক প্রবাদ-পুরুষ। ভালো-মন্দ বিচারে তার জোড়া মেলা ভার। সে একজন বিজ্ঞ, বিনয়ী ও রসিক ব্যক্তি। সারা চীনের ঘরে ঘরে আফান্দীর নাম উচ্চারিত হয়। তার সম্বন্ধে হাস্য-রসাত্মক কাহিনী শুধু চীনে নয়, পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। "আফান্দী" একটি পদবী। কোন কোন দেশে তাকে নাসেরুদ্দীন হোজাও বলে আখ্যা দেয়া হয়।

মৌখিক লোক-সাহিত্য থেকেই আফান্দীর গল্প উৎপত্তি হয়েছে। এই সব গল্পে ব্যক্ত হয়েছে অত্যাচারের বিরুদ্ধে ধিক্কার, হঠকারিতা ও ছলনার প্রতি বিদ্রূপ এবং মেহনতী জনগণের চিন্তা-ভাবনা ও তাদের মধুর স্বপ্ন। শত শত বছর ধরে এই সব গল্প বিশ্বের বহু স্থানের জনগণকে আনন্দের খোরাক যুগিয়ে আসছে।

আফান্দী সম্পর্কে গল্পের সংখ্যা প্রচুর। বর্তমান পুস্তিকাতে মাত্র পাঁচটি গল্প চিত্রের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। এই গল্পগুলি ছোট হলেও রসিকতায় ভরা। এই পুস্তিকার ছবিগুলি এঁকেছেন চীনের বিখ্যাত কয়েকজন কার্টুন শিল্পী।

সূচীপত্র

সোনা বপন	1
যার দেয়াল সেই ভাঙ্গে	14
ধোঁকার ঝুলি	20
গাছের ছায়া কেনা	26
হাঁড়ির বাচ্চা	39

সোনা বপন

সম্পাদক : সিয়ে তেফেং
চিত্রকর : সুন য়িজেং

১. একদিন, এক কৃপণ জমিদার আফান্দীকে বালির ওপর বসে কোন জিনিষ ঝাঁঝরি দিয়ে ছাঁকতে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "ওহে, আফান্দী, তুমি কী করছো?"

২. আফান্দী উত্তর দিল, "ওঃ, হুজুর, আপনি! আমি সোনাদানা ছাঁকছি। এগুলো বপন করে অনেক সোনা পাবো।"

৩. জমিদার একথা শুনে আরো অবাক হয়ে সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, "আমায় বলো, বুদ্ধিমান আফান্দী, সোনা বপন করলে কি আরো সোনা গজায়?"

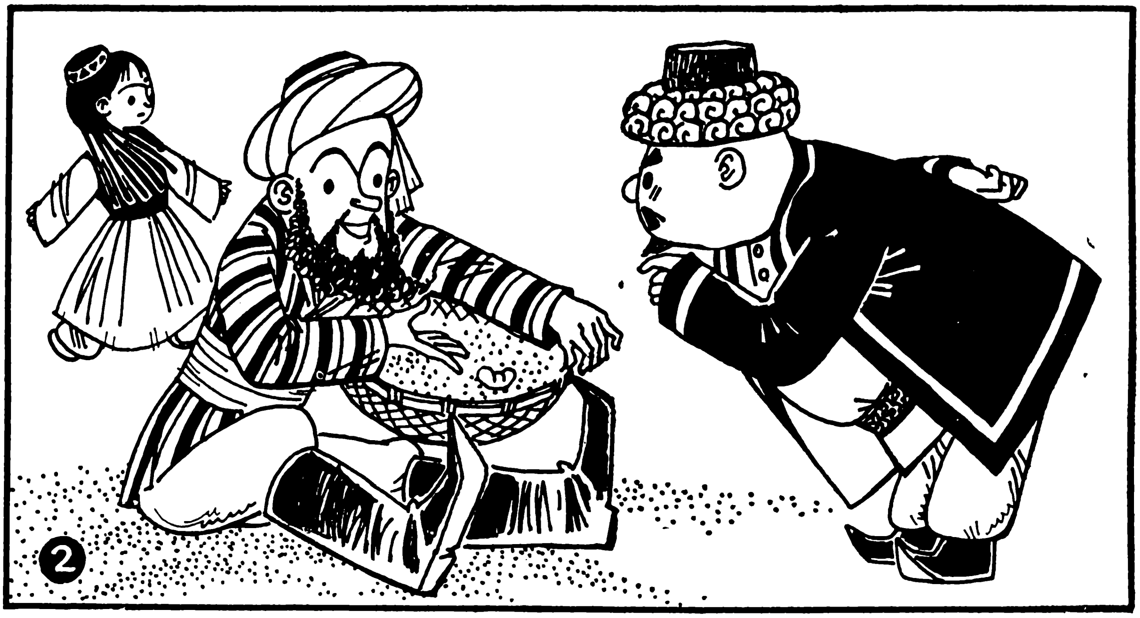

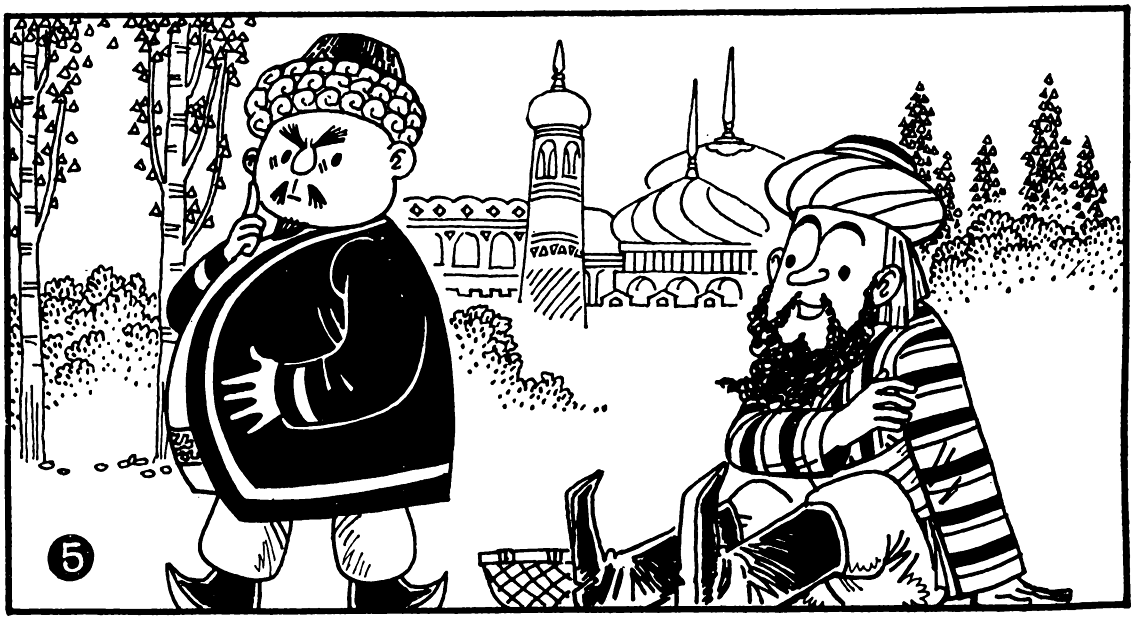

৪. আফান্দী হেসে উত্তর দিল, "আপনার বিশ্বাস না হলে আসছে রোববার আমার বাড়ীতে আসুন। তখন দেখবেন আমার আজকের বোনা এক তোলা সোনা দশ তোলা ফসল দিয়েছে।"

৫. লোভী জমিদার মনে মনে ভাবল, "আল্লাহ আমাকে বড় লোক হবার সুযোগ করে দিলেন।" তারপর সে হাসিমুখে আফান্দীকে বলল, "ভাই আফান্দী, তোমার বাড়ীতে দেখতে যাবার দরকার নেই। তোমার ওপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে। আমি তোমার অংশীদাররূপে সোনার বীজ বপন করবো। সোনা ফললে দশ ভাগের আট ভাগ আমাকে দিলেই চলবে। কারণ এই জমি তো আমারই।"

৬. আফান্দী খুশী হয়ে বলল, "ঠিক আছে, আমি রাজী আছি। সোনা ফললে দশ ভাগের দুভাগ আমি নেব। তাতেও আমার লাভ ছাড়া লোকসান নেই।"

৭. জমিদার ভাবল, শুধু মুখের কথায় বিশ্বাস না রাখাই ভাল। তাই একজন কাজিকে সাক্ষী হিসেবে ডেকে আনল। কাজি বলল, "আমি তোমাদের কথার সাক্ষী রইলাম। আফান্দী, সোনা যে কোনো জায়গায় তুমি বপন করতে পারো, আসছে রোববার তুমি প্রভুকে আট তোলা সোনা দিয়ে আসবে।"

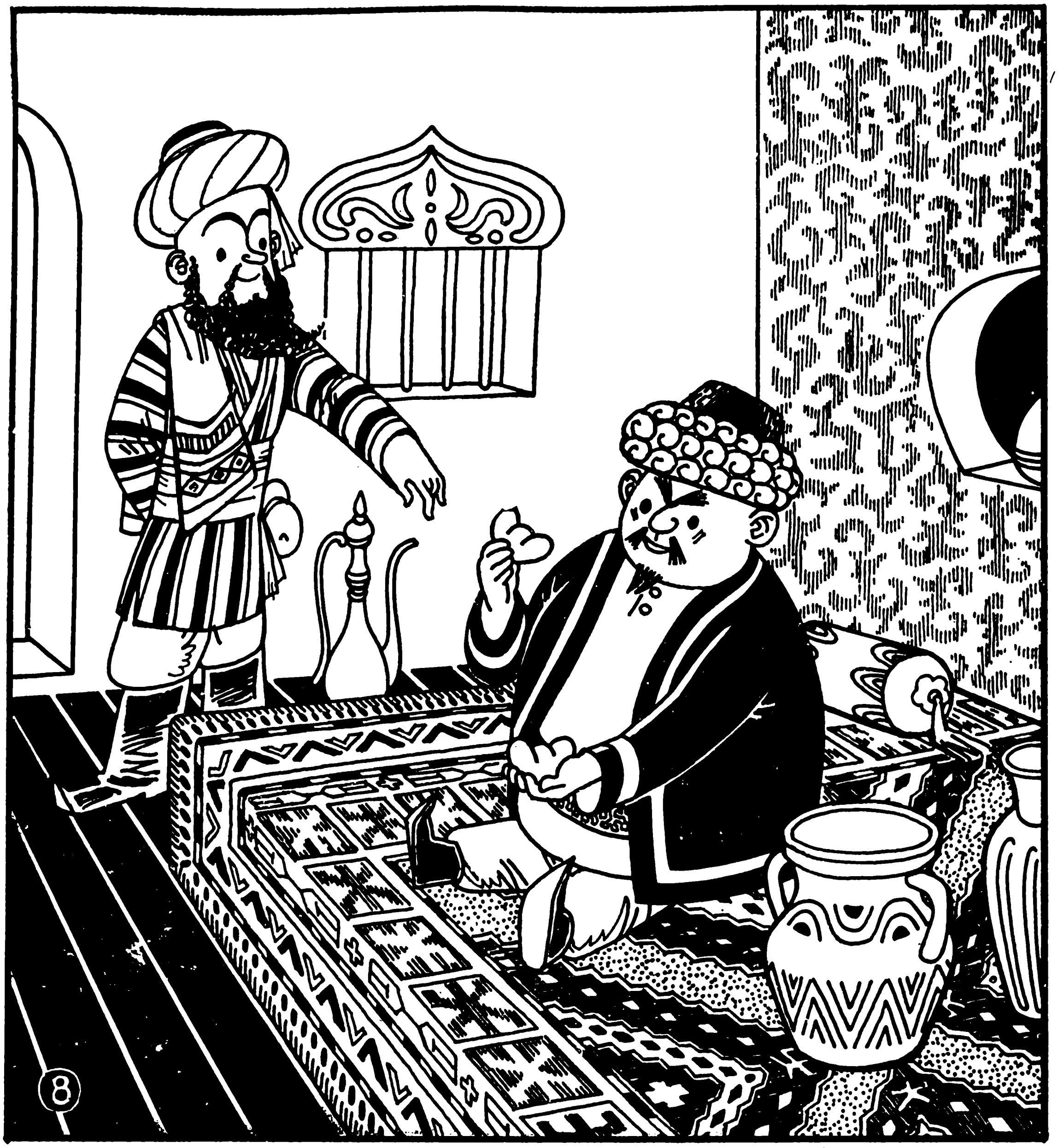

৮. সাত দিন পর আফান্দী তাদের কথামতো সোনা নিয়ে জমিদারের বাড়ীতে হাজির হলো। জমিদার সোনা হাতে নিয়ে ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখল একেবারে খাঁটি সোনা। খুশিতে তার মন নেচে উঠল।

৯. আফান্দী তার ডিগডিগে গাধার পিঠে বসে বিদায় নিতে গেলে জমিদার বলল, "আফান্দী, তুমি সত্যিই একজন কাজের লোক। তুমি আমার চোদ্দ আনা সোনা নিয়ে যাও, তার সঙ্গে তোমার নিজের দু আনা মিশিয়ে আবার বপন করো। আগামী রোববার তুমি আমার ভাগের আট তোলা সোনা দিয়ে যেও।"

১০. আফান্দী উত্তর দিল, "ঠিক আছে, হুজুর। কোনো চিন্তা করবেন না। আমি ঠিক সময়েই আপনার প্রাপ্য সোনা দিয়ে যাবো, এক রতিও কম হবে না।"

১১. সাত দিন পর জমিদার তার আশা মতো ঠিক আট তোলা সোনা পেল। ভীষণ খুশী হয়ে জমিদার আফান্দীকে বলল, "আফান্দী, তুমি আরো বেশী সোনা বপন করছো না কেন?" আফান্দী জবাব দিল, "এত বীজ কোথায় পাবো?"

১২. আফান্দীর কথা শুনে জমিদার তৎক্ষণাৎ হুকুম দিল, তার চোরকুঠরী থেকে দু' বাক্স সোনা এনে আফান্দীকে দিতে। আফান্দী এই দু'বাক্স সোনা তার গাধার পিঠের দুদিকে ঝুলিয়ে হাসিমুখে চলে যেতে উদ্যত হলে জমিদার বার বার তাকে বলল, "আফান্দী, মনে রেখো, এবারে তোমাকে দু'বাক্স সোনা দিয়েছি। আগামী রোববার আমাকে ষোলো বাক্স সোনা দিয়ে যাবে, এক রতিও কম হলে চলবে না।"

১৩. সাত দিনের দিন আফান্দী খালি হাতে বিমর্ষ মুখে জমিদারের সঙ্গে দেখা করতে এল।

১৪. আফান্দীকে দেখে জমিদারের মুখে আর হাসি ধরে না। সে জিজ্ঞেস করল, "কি খবর আফান্দী, সোনা বোঝাই গাধা ও গাড়ি কি বাইরে আছে?"

১৫. "সর্বনাশ হয়েছে!" আফান্দী হঠাৎ কেঁদে ফেলল, "আপনি কি দেখেন নি যে এ ক'দিন এক ফোঁটাও বৃষ্টি হয় নি? আমাদের সোনা সব খরায় পুড়ে গেছে। ফসলের কথা ছেড়ে দিন, এবারে বীজও জলে গেল।"

১৬. জমিদার খ্যাঁক করে উঠল, "সব বাজে কথা, সোনা কি খরায় পুড়ে যায়?" আফান্দী বলল, "আমার কথায় বিশ্বাস না হলে, সাক্ষীকে ডাকুন।"

১৭. জমিদার কাজিকে ডেকে আনালে কাজি বলল, "আমি একজন ন্যায় বিচারক। যে মিথ্যা কথা বলবে তাকে আমি শাস্তি দেবো।"

১৮. আফান্দী বলল, "তাহলে কাজি সাহেব, আপনি প্রভুকে জিজ্ঞেস করুন সোনা খরায় পুড়ে যাওয়ার কথা যদি তার বিশ্বাস না হয়, তাহলে আট তোলা সোনা নেবার সময় তার কি করে বিশ্বাস হলো যে সোনা মাটিতে ফলেছে?"

১৯. একথা শুনে জমিদার আর কিছুই বলতে পারল না। সে চুপ করে রইল।

২০. যে সোনা আফান্দী জমিদারের কাছ থেকে পেয়েছিল তা সব সে যাদের কাছ থেকে সোনা ধার করে এনেছিল তাদের মধ্যে ভাগ করে দিল। বলা বাহুল্য, প্রত্যেকেই দশগুণ সোনা বেশী পেল। তখন সবাই বলল "আফান্দী, তোমার বুদ্ধিকে সেলাম জানাই।"

যার দেয়াল সেই ভাঙ্গে

সম্পাদক : ইং চৌ
চিত্রকর : সুন খাইলি

১. আফান্দী এক সাউকারের কাছ্ থেকে এক হাজার টাকা ধার করে এনে নিজে এবং তার পরিবারের সবাই মিলে কঠোর পরিশ্রম করে একটি দোতলা বাড়ী তৈরী করল।

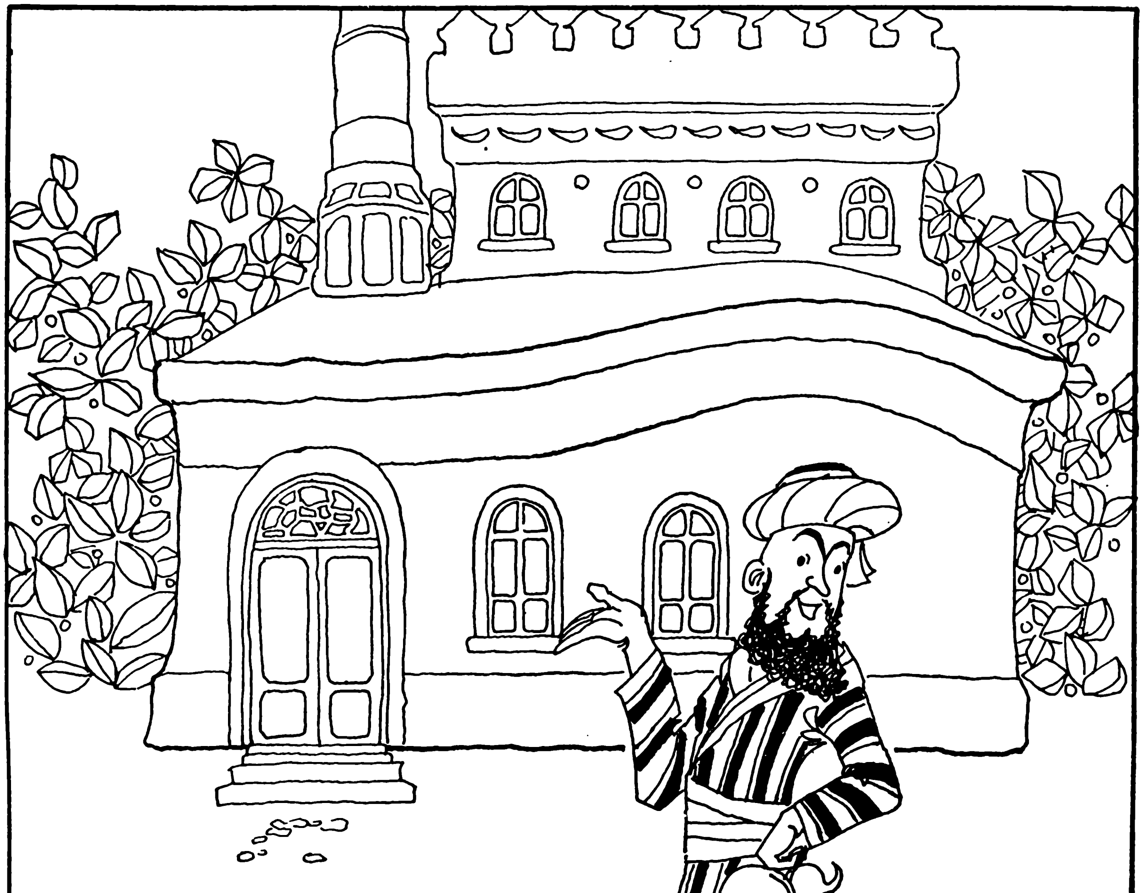

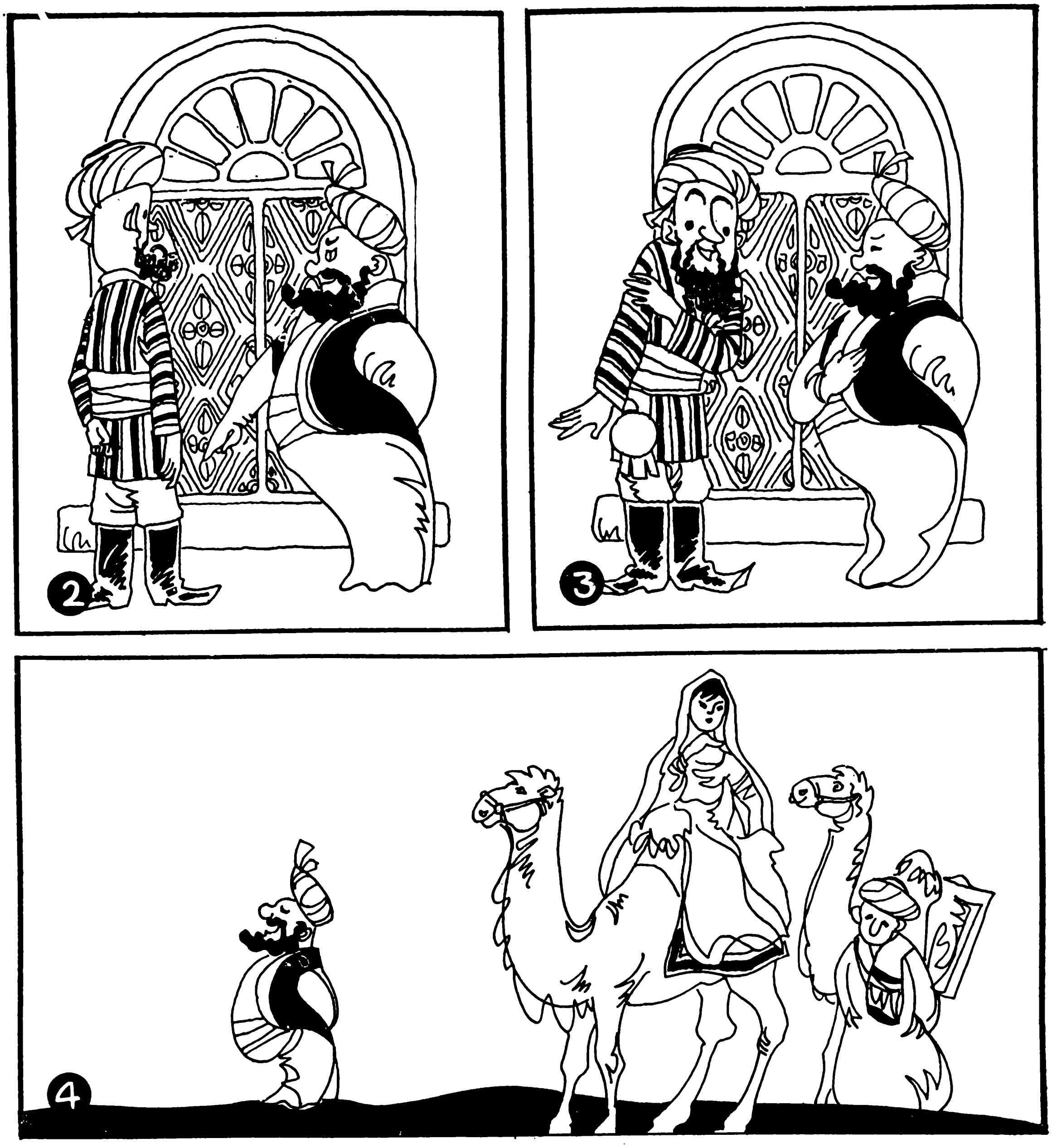

২. আফান্দীর নতুন বাড়ী দেখে সাউকারের খুব পছন্দ হলো। সে আফান্দীকে বলল যে ঐ বাড়ীর ওপরের তলায় তাকে বাস করতে দিলে আফান্দীকে আর টাকা ফেরত দিতে হবে না। তাতে রাজী না হলে ঐ মুহূর্তেই তাকে টাকা ফেরত দিতে হবে।

৩. সাউকারের কথা শুনে তার মতলব আফান্দী খুব ভালো করে বুঝতে পারল। তবু সে কোন অখুশির ভাব না দেখিয়ে বলল, "খুব ভালো কথা, আমার আপত্তি নেই।"

৪. সাউকার সপরিবারে মনের আনন্দে আফান্দীর নতুন বাড়ীর দোতলায় এসে বাস করতে থাকল।

৫. কিছু দিন পর আফান্দী একটি লোক ডেকে এনে তার বাড়ীর নিচের তলার দেয়াল ভাঙ্গতে শুরু করল।

৬. সাউকার হঠাৎ নিচের তলার দেয়াল ভাঙ্গার শব্দ শুনে আঁৎকে উঠে চীৎকার করে বলে উঠল, "আফান্দী, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে? বাড়ীর দেয়াল ভাঙ্গছো?"

৭. আফান্দী উত্তরে বলল, "আপনি আপনার নিজের বাড়ীতে থাকুন। আমার বাড়ীর দেয়ালের সঙ্গে আপনার কোনো সম্পর্ক নেই।"

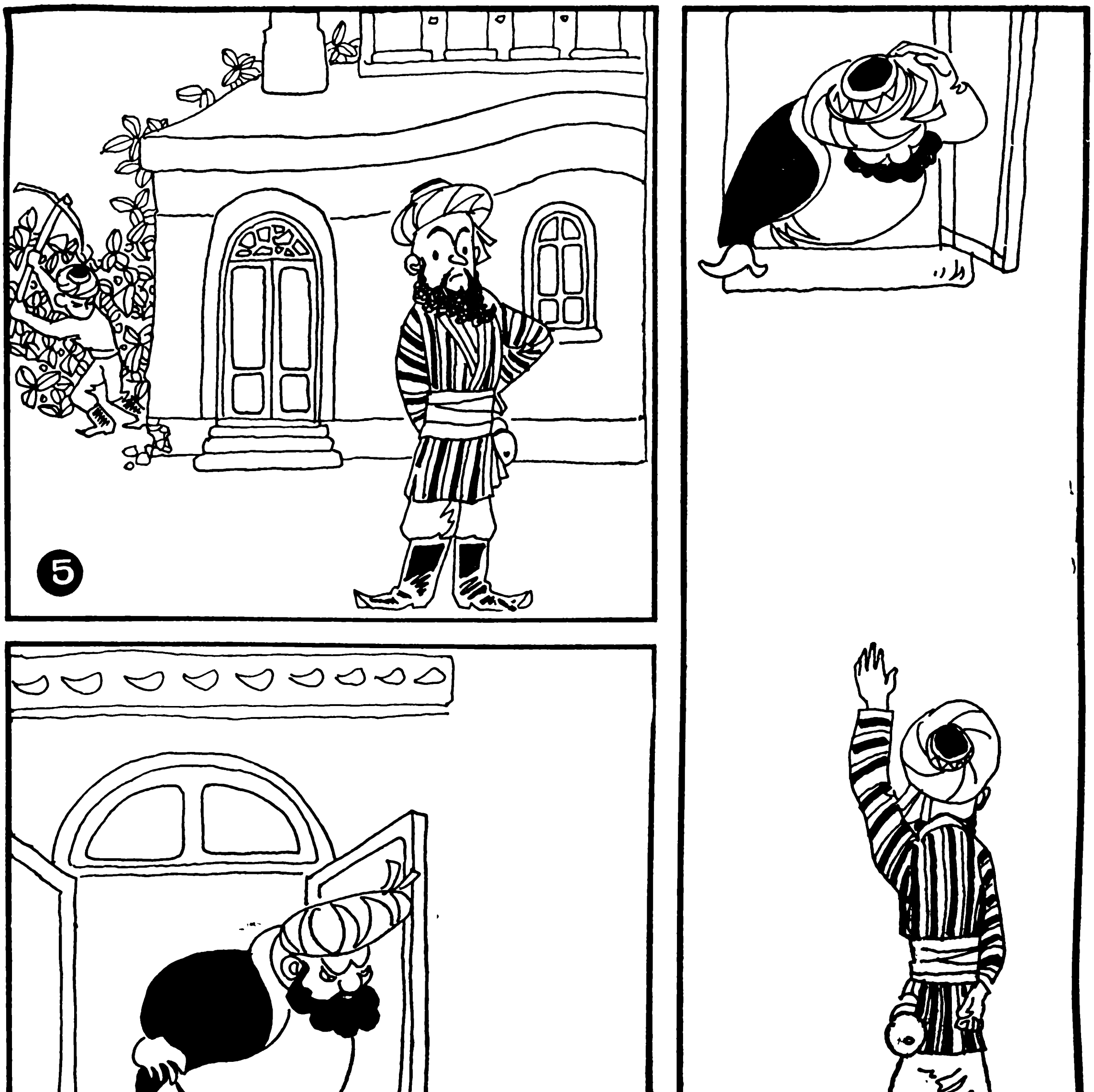

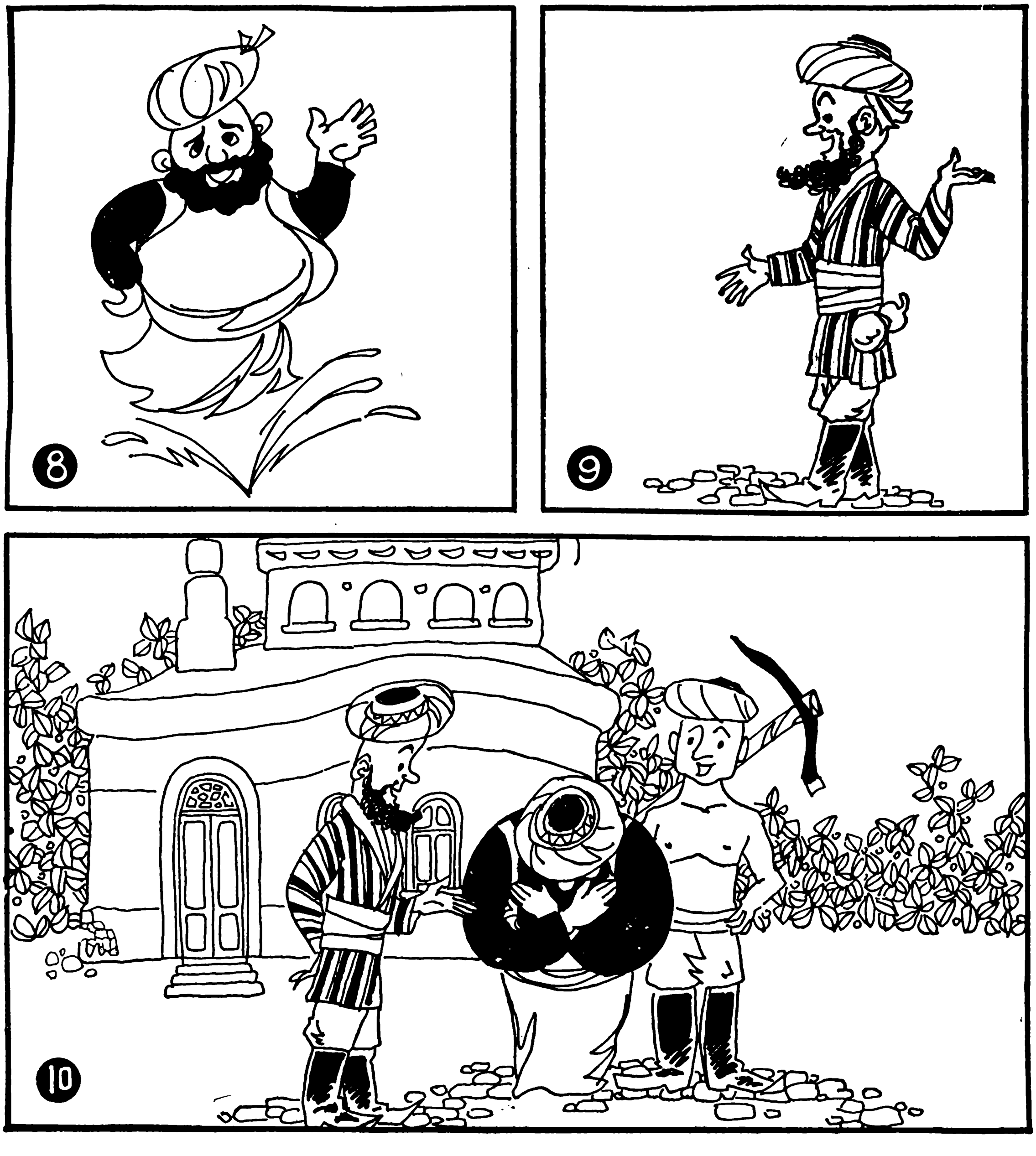

৮. সাউকার উত্তেজনায় লাফাতে লাফাতে গলা ছেড়ে বলল, "অবশ্যই সম্পর্ক আছে। জানো না, আমি এই বাড়ীর দোতলায় থাকি? বাড়ী ভেঙ্গে পড়লে কি হবে?"

৯. আফান্দী শান্তভাবে বলল, "তাতে কি হয়েছে? আমি ভাঙ্গছি আমার বাড়ীর দেয়াল, আপনার অংশের নয়। আপনি আপনার নিজের ঘর যত্ন করে দেখাশোনা করুন যাতে ভেঙ্গে না পড়ে। ভাঙ্গলে আমরা জখম হব।" এ কথা বলে সে গাঁইতি তুলে দেয়াল ভাঙ্গতে শুরু করল।

১০. নিরুপায় হয়ে সাউকার সুর নরম করে আফান্দীর সঙ্গে আপোস করার জন্য বলল, "ভাই, আফান্দী। আমাদের মধ্যে বন্ধুত্বের কথা ভেবে তুমি তোমার এক তলাও আমার কাছে বিক্রী করো, কেমন?"

১১. আফান্দী নির্লিপ্তভাবে বলল, "বিক্রী? আচ্ছা, ঠিক আছে। তাহলে আমাকে দু'হাজার টাকা দিন। এক পয়সাও কম দিলে আমি বিক্রী করবো না।" "এটা...... এটা......", সাউকার আমতা-আমতা করতে থাকলে আফান্দী আবার গাঁইতি তুলল।

১২. "আচ্ছা, বাবা আচ্ছা, আমি কিনবো।" সাউকার তখন অনন্যোপায় হয়ে পুরো বাড়ীটি কিনে নিল। টাকা নিয়ে আফান্দী তার গাধার পিঠে চড়ে বিদায় নিল।

ধোঁকার ঝুলি

সম্পাদক: চাং ফেংহে
চিত্রকর: লিউ তেচাং

১. নাসেরুদ্দীন আফান্দীর সুখ্যাতি শুনে বিদেশের একজন বাদশা তাঁর উজীরদের বললেন : "শুনছি আমাদের প্রতিবেশী রাজ্যে নাসেরুদ্দীন আফান্দী নামে একজন লোক আছে যে তার বাদশাকে পর্যন্ত বোকা বানিয়ে দেয়। একথা কি সত্যি ?"

২. "জী, জাহাঁপনা। আমরাও শুনেছি আফান্দী খুব বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী এবং কেউ তার মোকাবেলা করতে পারে না।" উজীরেরা খুব আস্থার সঙ্গে বললেন। তাঁদের মুখে প্রশংসার ভাব প্রকাশ পেল।

৩. বাদশা উজীরদের কথা শুনে খুব একটা খুশী হলেন না। তিনি বললেন, "সামান্য একজন প্রজার ঘটে এত বুদ্ধি তা আমি বিশ্বাস করি না। বাদশার চেয়ে তাঁর প্রজার বুদ্ধি বেশী এমন অযৌক্তিক কথা কেউ কোথাও শুনেছে ?"

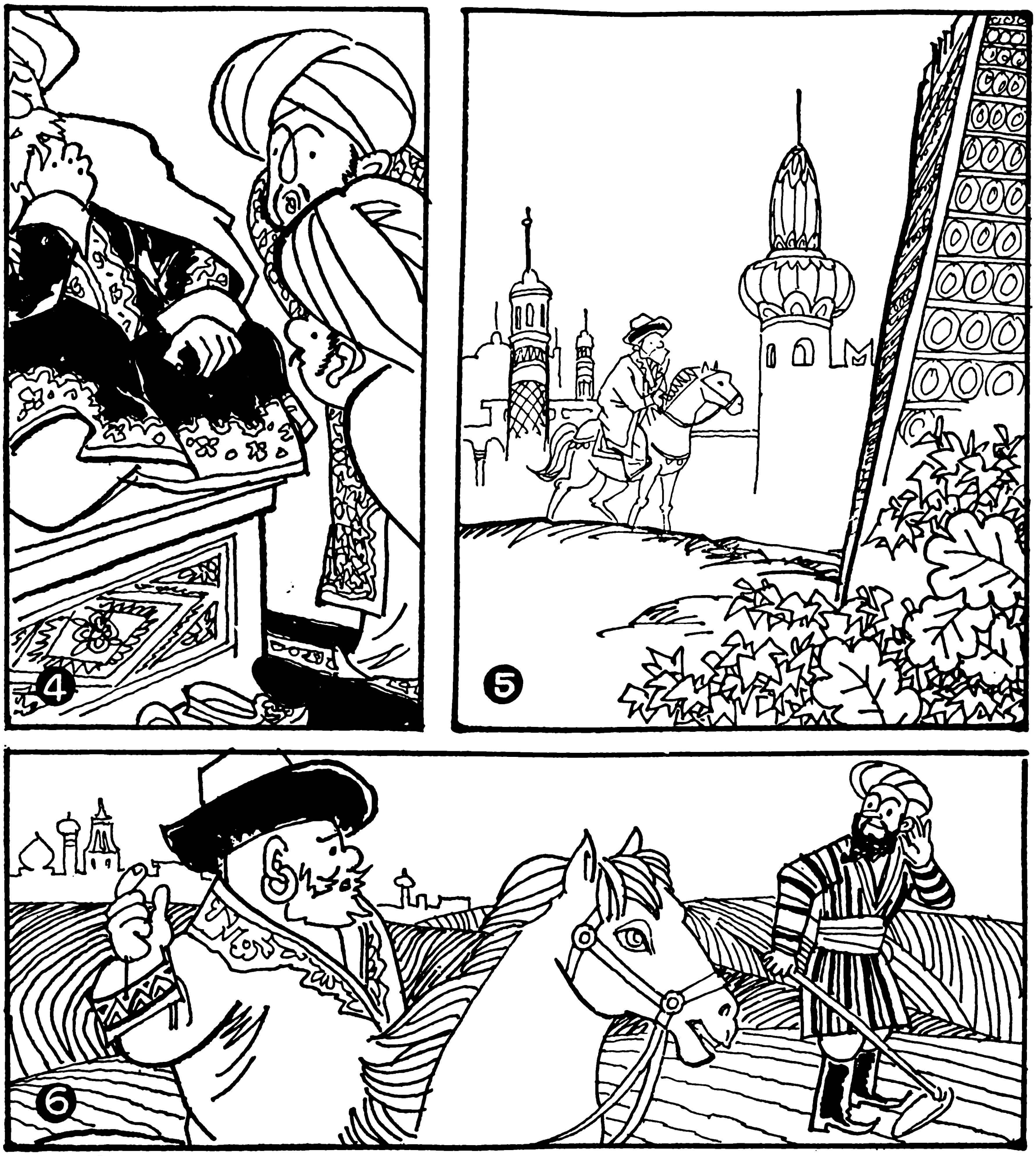

৪. বাদশার উদ্ধত ও দাম্ভিক ভাব দেখে উজীরেরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি তাদের কথার মোড় ঘুরিয়ে বললেন, ''জী, জাহাঁপনা, আমরাও তা বিশ্বাস-যোগ্য বলে মনে করি না।''

৫. বাদশা ঠিক করলেন নিজেই প্রতিবেশী রাজ্যে গিয়ে আফান্দীকে বোকা বানাবেন, প্রমাণ করবেন যে একজন বাদশা একটি সাধারণ প্রজার চেয়ে অনেক বেশী বুদ্ধি রাখেন। এই কথা ভেবে ঐ বাদশা নিজের রাজ্য ছেড়ে আফান্দীর দেশের দিকে রওনা হলেন এবং অনেক পথ ঘুরে সেখানে পৌঁছলেন।

৬. বাদশা একজন লোককে ক্ষেতে কাজ করতে দেখে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ''শুনেছি তোমাদের দেশে আফান্দী নামে একটি লোক আছে, তাকে আমার কাছে ডেকে আনতে পারো? সে কতো বুদ্ধিমান তা আমি একবার দেখতে চাই।''

৭. বাদশা যাকে এই প্রশ্ন করলেন সেই ছিল আফান্দী। প্রশ্নকর্তার ভাব দেখে আফান্দী তাঁর উদ্দেশ্য আন্দাজ করতে পেরে বলল, "আমিই নাসেরুদ্দীন আফান্দী। আমার খোঁজ করছেন কেন?"

৮. "ওঃ, তুমিই আফান্দী!" বাদশা তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন, "শুনেছি তুমি একটি বেশ ধোঁকাবাজ লোক। আমাকে ধোঁকা দিতে পারবে কি? শোনো, কেউ আমাকে ধোঁকা দিতে পারে না।"

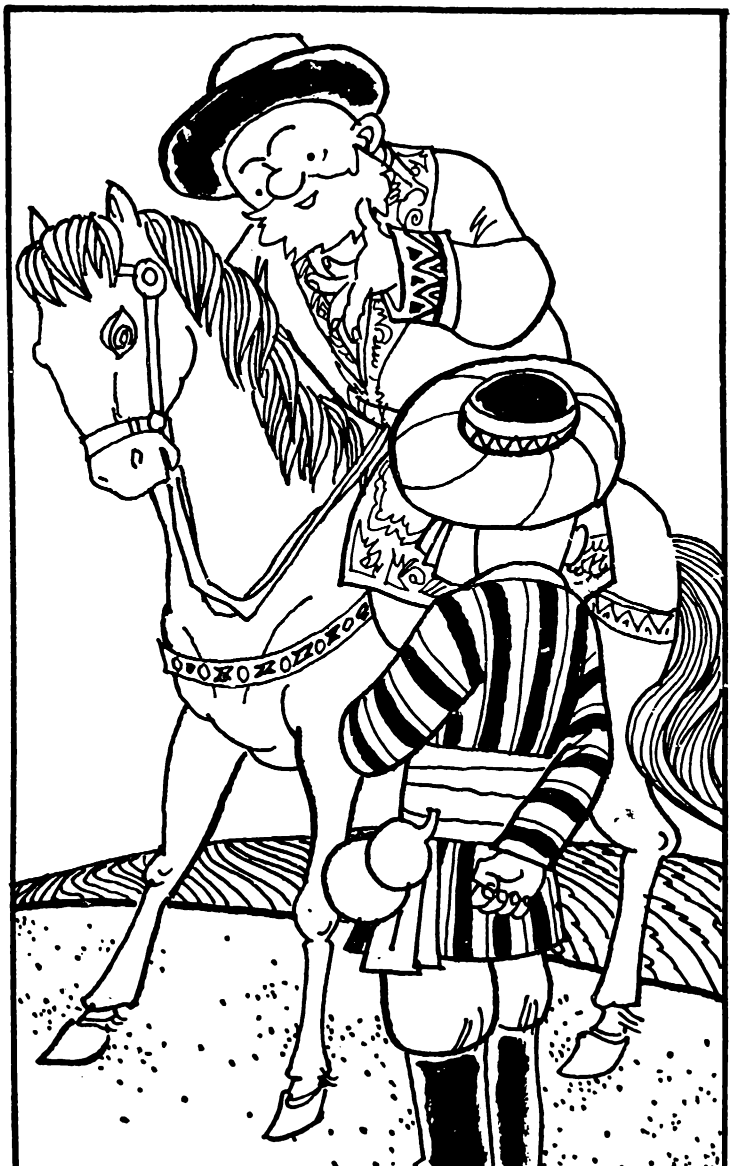

৯. আফান্দী নিজের মনে হেসে উত্তর দিল, "বেশী বড়াই করবেন না। আপনাকেও দিতে পারি। তবে আপনাকে এখানে একটু অপেক্ষা করতে হবে। আমি আমার বাড়ী থেকে ধোঁকার ঝুলিটি নিয়ে আসছি। তারপর আপনাকে আমার ধোঁকা দেখাবো। যদি আপনি সত্যিই আমার ধোঁকার ঝুলিকে ভয় না করেন, তাহলে কিছুক্ষণের জন্য আপনার ঘোড়াটি আমাকে ধার দিন, আমি যাবো আর আসবো।"

১০. "ঠিক আছে, তোমার দশটি ধোঁকার ঝুলি আনলেও তাতে কোনো কাজ হবে না।" বাদশা ঘোড়া থেকে নেমে আফান্দীর হাতে ঘোড়াটি দিয়ে বললেন, "তাড়াতাড়ি ফিরে এসো, দেখবো তোমার ক্ষমতা।"

১১. আফান্দী ঐ ঘোড়ায় চড়ে উল্কাবেগে বাদশার নজরের বাইরে চলে গেল।

১২. বাদশা ক্ষেতের পাশে বসে অপেক্ষা করতে করতে সূর্য ডুবে গেল। তবুও আফান্দী ফিরে এল না। তখন বাদশা বুঝতে পারলেন যে সত্যিই আফান্দী তাঁকে ধোঁকা দিয়েছে। তিনি লজ্জায় রাতের অন্ধকারে চুপিচুপি নিজের দেশে ফিরে গেলেন।

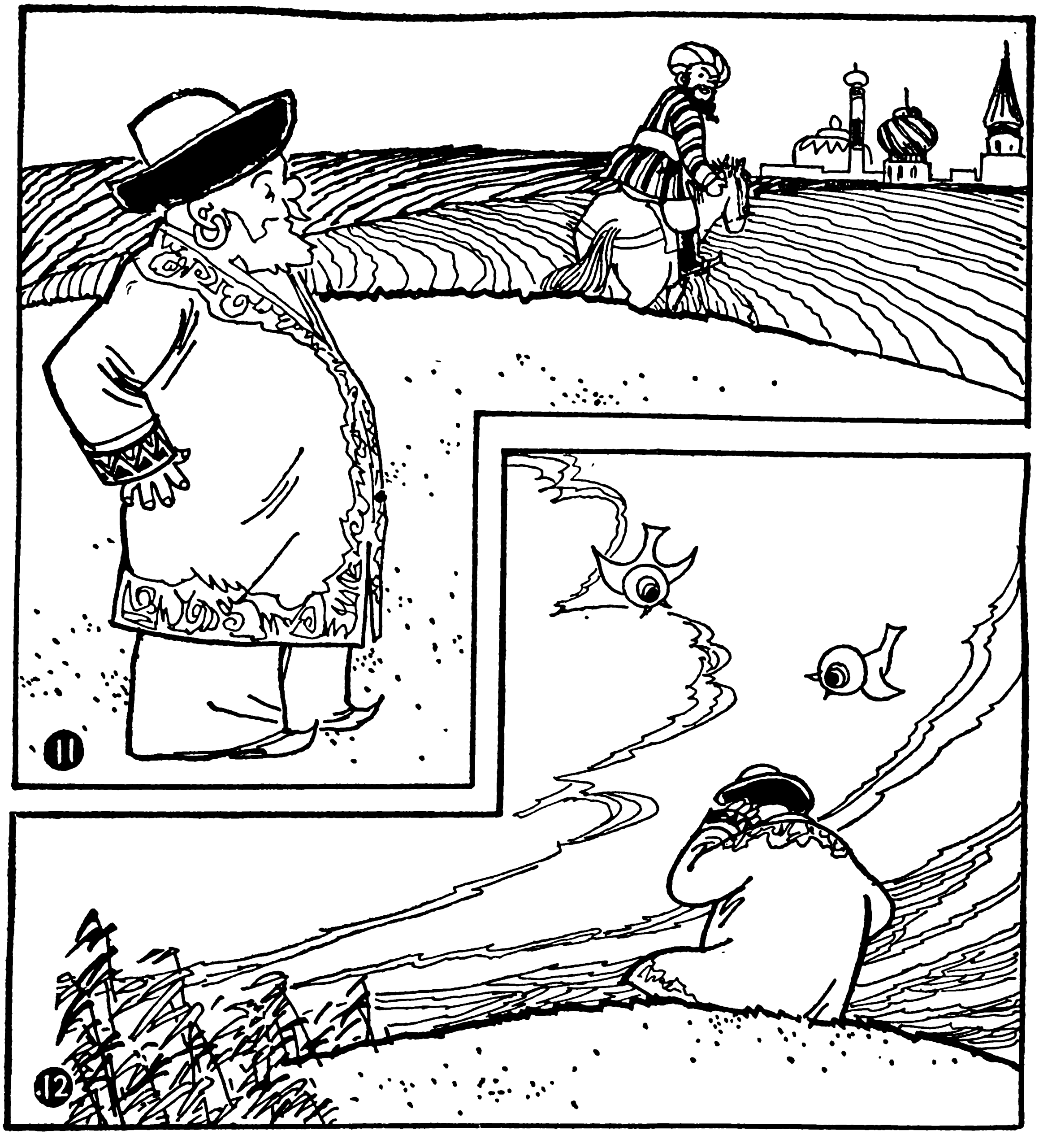

গাছের ছায়া কেনা

সম্পাদক : লিন ছুয়ানসিন
চিত্রকর : লিয়াও ইনথাং

১. একটি সুন্দর গ্রামের বড় রাস্তার পাশে এক হাড়কিপটে বড়লোক বাস করত।

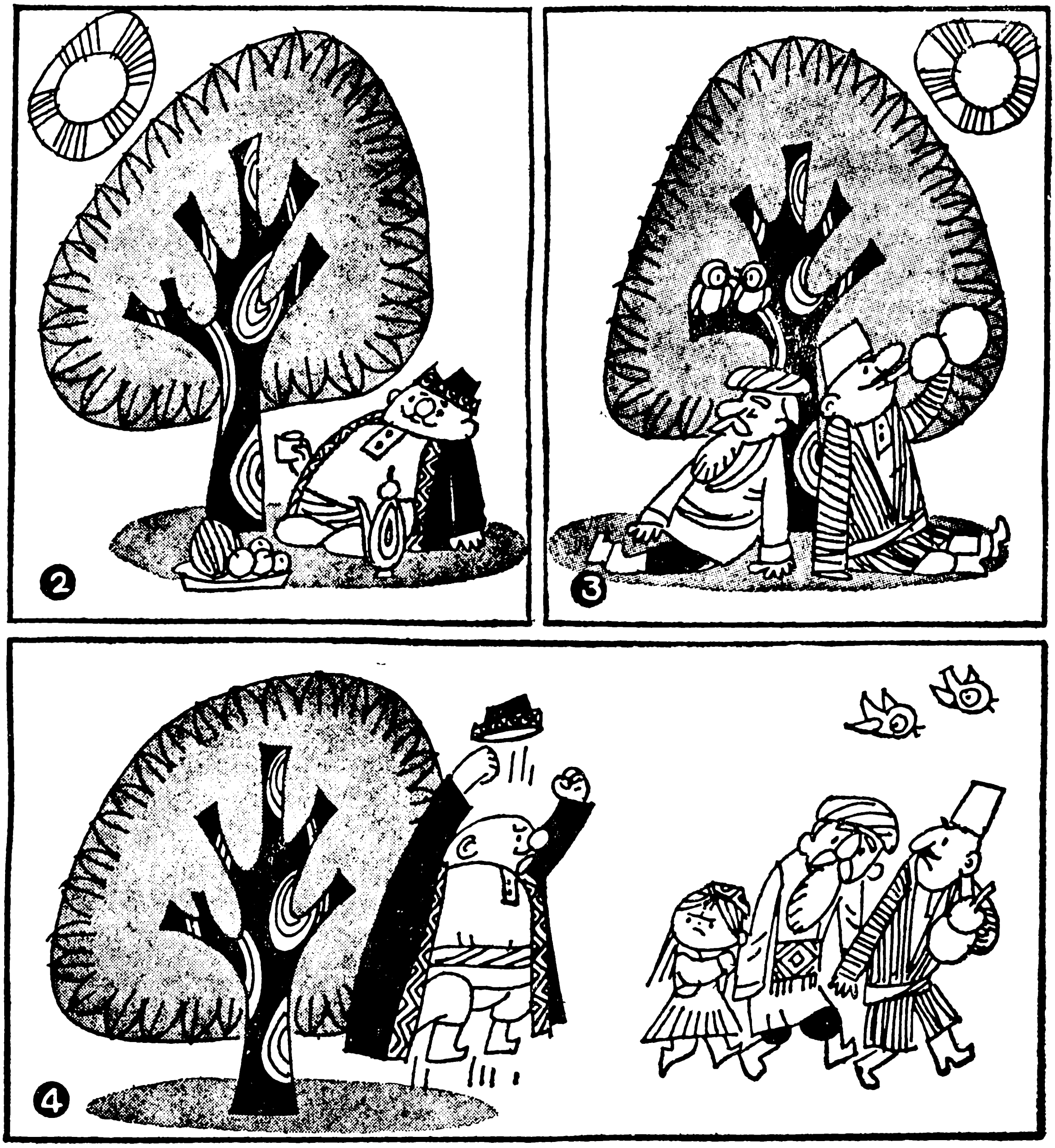

২. ঐ বড়লোকের বাড়ীর সামনে একটি বিরাট গাছ ছিল। সূর্য ও চাঁদের অবস্থান অনুযায়ী গাছের ছায়া স্থান পরিবর্তন করত। সকাল বেলায় গাছের ছায়ায় রাস্তা ঢেকে যেত, বিকেলে ছায়া উঠানে এসে পড়ত এবং সন্ধ্যায় ঘরবাড়ীর ওপর ছড়িয়ে পড়ত।

৩. গ্রামবাসী ও পথিকরা এই গাছের শীতল ছায়ায় বসে বিশ্রাম করতে পছন্দ করত।

৪. কেউ এই গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করতে বসলে ঐ বড়লোক চেঁচিয়ে উঠত, "যাও, তোমাদের নিজেদের গাছের ছায়ায় বসতে যাও।" পথচারীরা চলে গেলে তবেই সে তার চীৎকার থামাত।

৫. বড়লোকের এই দুর্ব্যবহারের জন্য গ্রামবাসীদের খুব রাগ হল। কিন্তু কি করে তাকে জব্দ করা যায় তা তারা নিজেরা ভেবে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত আফান্দীর সাহায্য চাইল।

৬. আফান্দী তার গাধার পিঠের ওপর বসে মনে মনে গ্রামবাসীদের দুশ্চিন্তা দূর করার কথা ভাবতে ভাবতে চলল।

৭. আফান্দী ক্ষেতে এসে তার গরিব বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করতে বসল কি করে ঐ বড়লোককে জব্দ করা যায়।

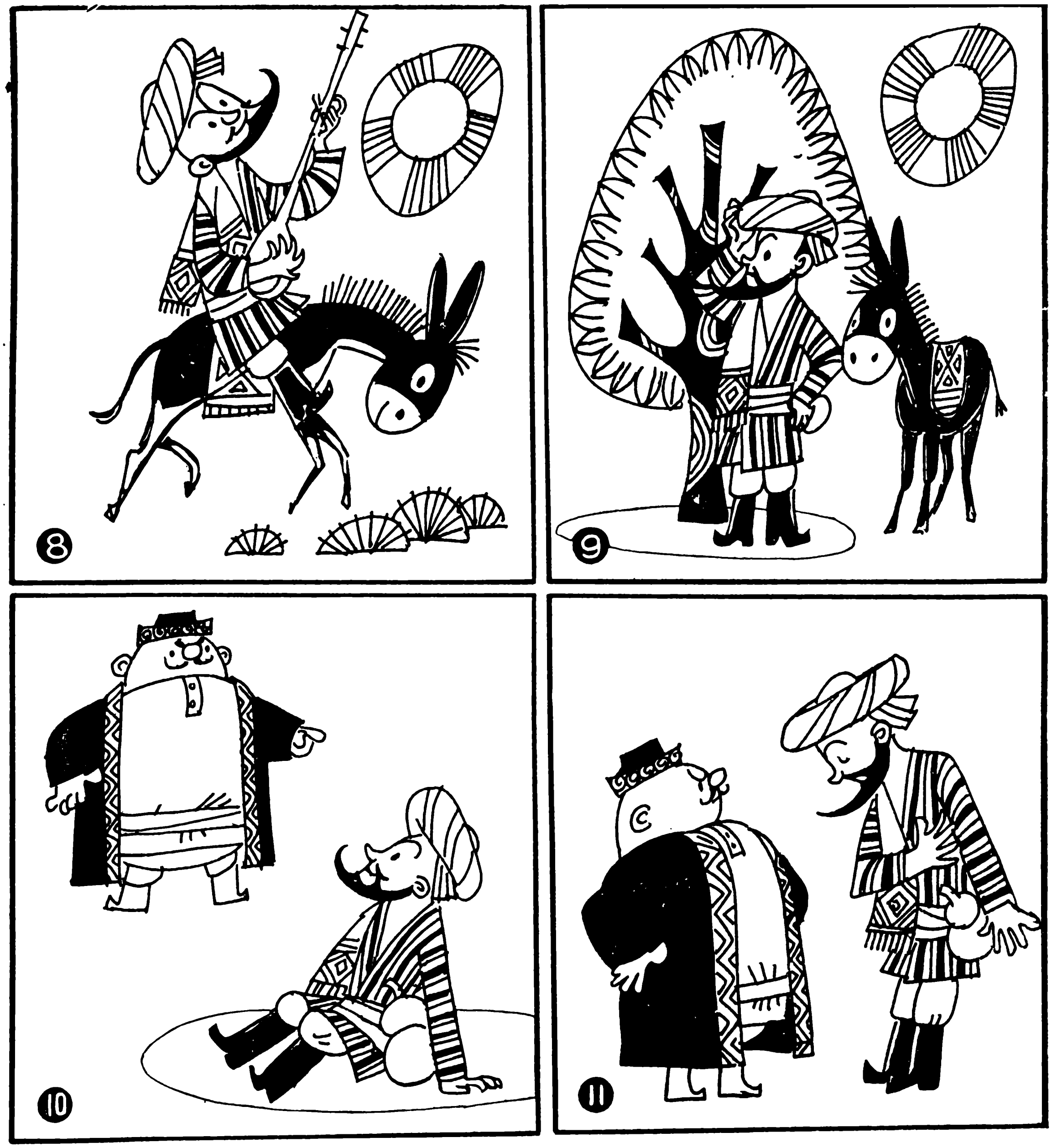

৮. গরিব বন্ধুদের জোগাড় করে আনা চারশ' টাকা নিয়ে আফান্দী গাধায় চড়ে রবাব বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে বড়লোকের বাড়ীর দিকে চলল।

৯. সারা গায়ে ঘাম নিয়ে আফান্দী বড়লোকের বাড়ীর সামনের ঐ গাছের ছায়ায় এসে দাঁড়াল।

১০. আফান্দী সবেমাত্র গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করতে বসেছে এমন সময় ঐ বড়লোক রেগে আগুন হয়ে গর্জন করে উঠল, "ভাগো! এখানে বসছো কেন? অন্য জায়গা দ্যাখো।"

১১. আফান্দী ভদ্রভাবে ঐ বড়লোককে বলল, "জনাব, এই রাস্তা তো সরকারী রাস্তা। এখানে আমি যদি বিশ্রাম করতে চাই তাতে আপনার কেন আপত্তি তা বুঝতে পারছি না।"

১২. ঐ বড়লোক খেঁকিয়ে উঠে বলল, "রাস্তা সরকারী, কিন্তু এই গাছের ছায়া আমার। আর এই গাছের একটি পাতার দাম এক টাকা। যাদের পয়সা আছে একমাত্র তারাই এখানে বসতে পারে।"

১৩. আফান্দী জিজ্ঞেস করল, "যাদের পয়সা আছে একমাত্র তারাই এখানে বসতে পারে বুঝি। তাহলে আপনি কি এই গাছের ছায়া বিক্রী করতে চান?" আফান্দীর দিকে কটাক্ষ করে ঐ বড়লোক বলল, "তোমার মতো গরিব লোকের আমার গাছের ছায়া কিনবার ক্ষমতা নেই। বড় বড় কথা না বলে এখান থেকে তাড়াতাড়ি সরে পড়ো।"

১৪. আফান্দী বলল, "আমরা গরিব বটে, কিন্তু বড় বড় কথা বলার অভ্যাস আমাদের নেই। আপনার গাছের ছায়ার দাম কতো?" বড়লোকটি ভাবতেই পারে নি যে আফান্দী সত্যিই গাছের ছায়া কেনার কথা বলবে। সে আনন্দে চারশ' টাকায় গাছের ছায়া আফান্দীকে বিক্রী করতে রাজী হল।

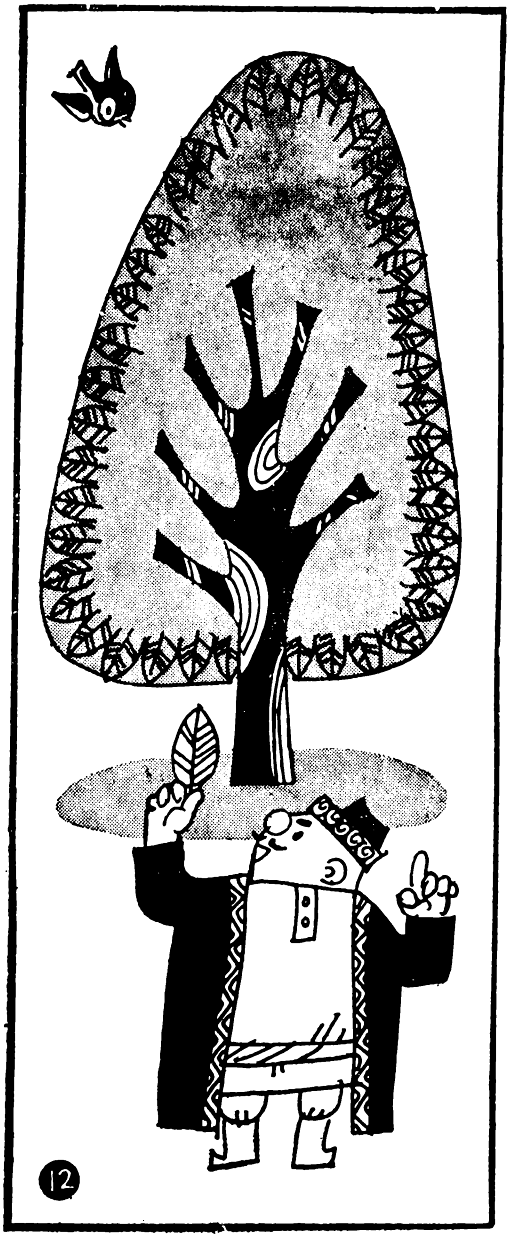

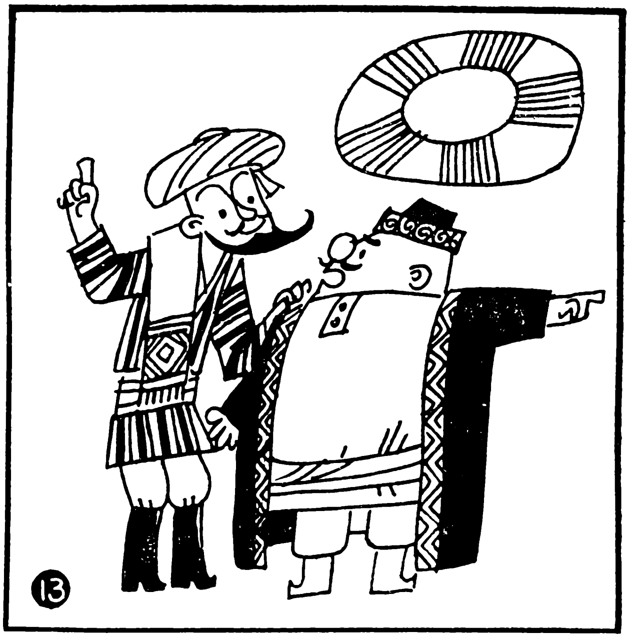

১৫. দুপক্ষ সাক্ষীর সামনে বিক্রয় নামা স্বাক্ষর করল। এই বিক্রয় নামায় লেখা হল: রাস্তার পাশের এই গাছ্ যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন এর ছায়ার মালিক হবে আফান্দী। কোন পক্ষ একতরফাভাবে এই বিক্রয় নামায় উল্লিখিত শর্ত ভঙ্গ করতে পারবে না। আফান্দী সাক্ষীর সামনে চারশ' টাকা ঐ বড়লোকের সামনে রাখল।

১৬. তখন থেকে গ্রামবাসীরা শীতল হাওয়া সেবন করতে গাছের ছায়ায় জমায়েৎ হত, আর বাজনা বাজিয়ে নেচে-গেয়ে মহানন্দে সময় কাটাত।

১৭. একদিন ঐ বড়লোক গ্রামবাসীদের গান বাজনা ও হৈ হট্টগোলে বিরক্ত হয়ে রেগেমেগে আফান্দীর কাছে এসে বলল, "তোমরা এখানে গোলমাল করছো কেন?" আফান্দী হেসে উত্তর দিল, "জনাব, এই ছায়া তো আমি কিনে নিয়েছি। তাই নিজের জিনিষের ওপর বসে যা মন চাইছে তাই করছি।"

১৮. বড়লোক নিরুপায় হয়ে নিজের উঠানে ফিরে এসে চক্রাকারে পায়চারি করতে লাগল।

১৯. একদিন, বড়লোক তার বাড়ীর খোলা বারান্দায় বসে বিশ্রাম করছিল। তার সবেমাত্র ঝিমুনি এসেছে এমন সময় আফান্দী গাধা সহ উঠানে এসে হাজির হল। বড়লোক ভীষণ রেগে আফান্দীকে ওখান থেকে চলে যেতে বললে আফান্দী শান্তভাবে জবাব দিল, "মাফ করবেন, আমি আমার কেনা ছায়ার সঙ্গেই এখানে এসেছি।"

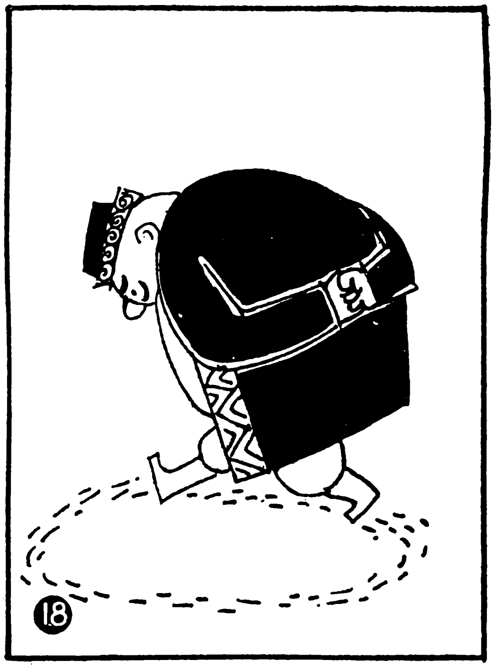

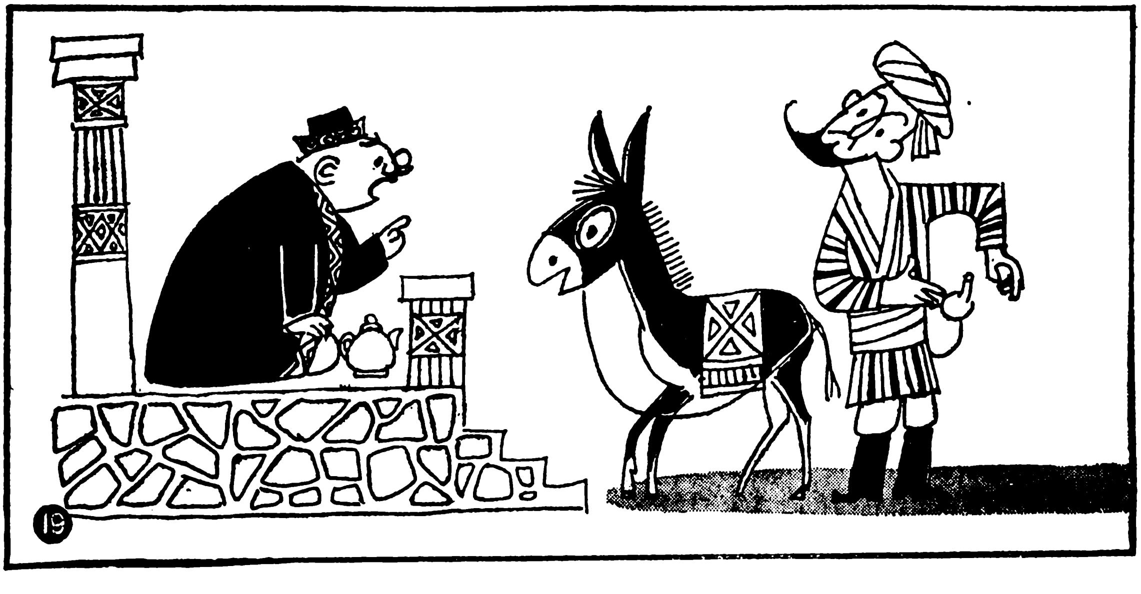

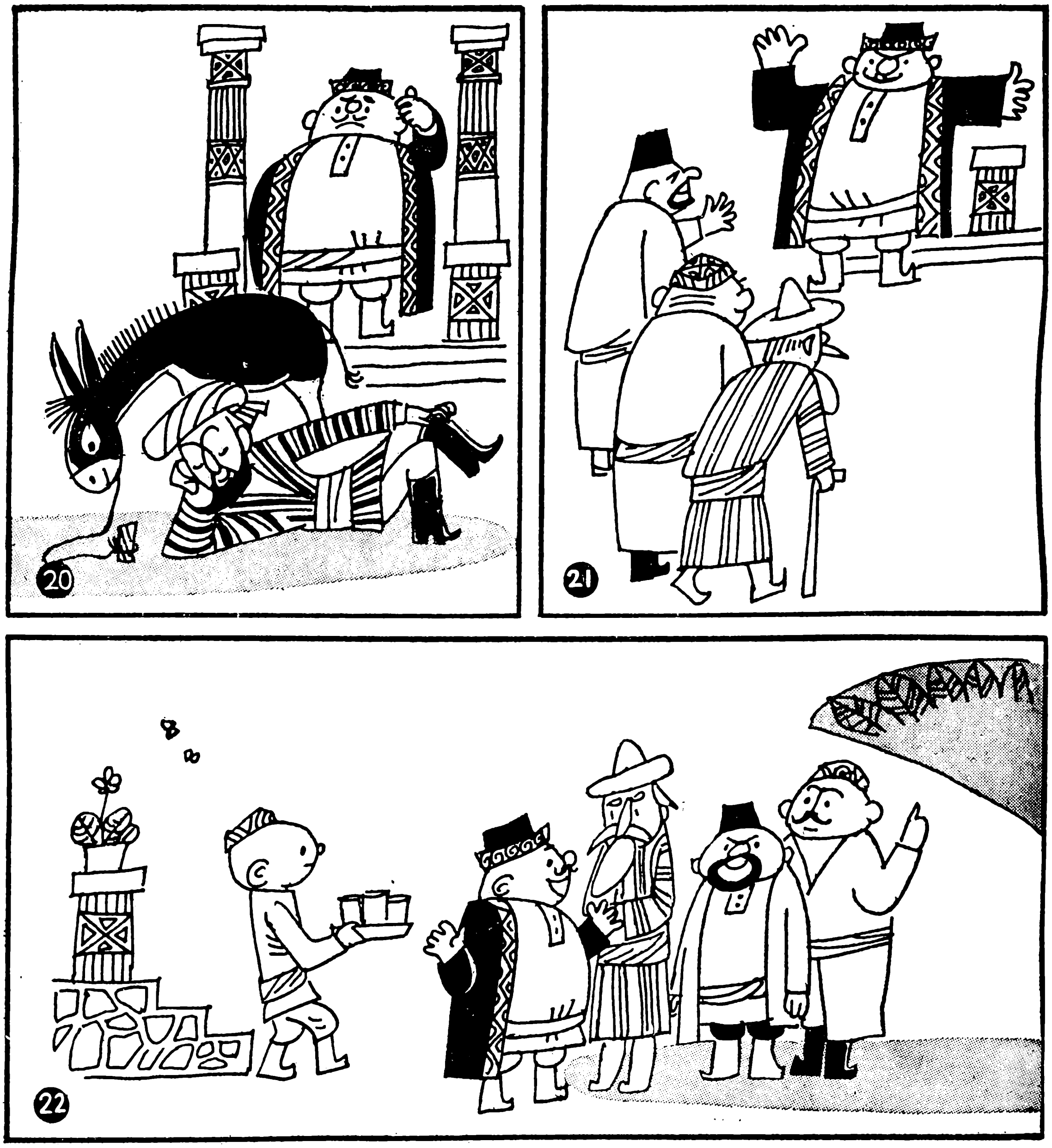

২০. এ কথা বলে আফান্দী বড়লোকের বাড়ীর উঠানে যেখানে গাছের ছায়া এসে পড়েছিল সেখানে একটি খুঁটি পুঁতে তার সঙ্গে তার গাধাটি বেঁধে রাখল আর তার পাশে শুয়ে বিশ্রাম করতে লাগল। বড়লোক শুধু নীরব দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

২১. একদিন হাটবার ছিল। বড়লোকের নিমন্ত্রণে শহর থেকে অনেক বন্ধু তার বাড়ীতে এল।

২২. অতিথিরা উঠানে গাছের ছায়া দেখে সবাই শীতল হাওয়া সেবন করতে ঘর থেকে বেরিয়ে সেখানে এসে দাঁড়াল।

২৩. অতিথিরা বসতে না বসতে আফান্দী ও তার বন্ধুরা উঠানে এসে হাজির হল।

২৪. আফান্দী ছায়ার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে অতিথিদের বলল, "আমরা চারশ' টাকা দিয়ে এই ছায়া কিনেছি। এখানে বসবার অধিকার আপনাদের নেই।" এ কথা শুনে অতিথিরা বড়লোকের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যার যার বাড়ী ফিরে গেল।

২৫. বড়লোকের গাছের ছায়া বিক্রী করার অদ্ভুত কাহিনী চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। একজন এ নিয়ে একটি ব্যঙ্গ কবিতাও লিখলেন। আফান্দী এই কবিতা একখণ্ড কাগজে লিখে বড়লোকের সদর দরজায় টাঙ্গিয়ে দিল।

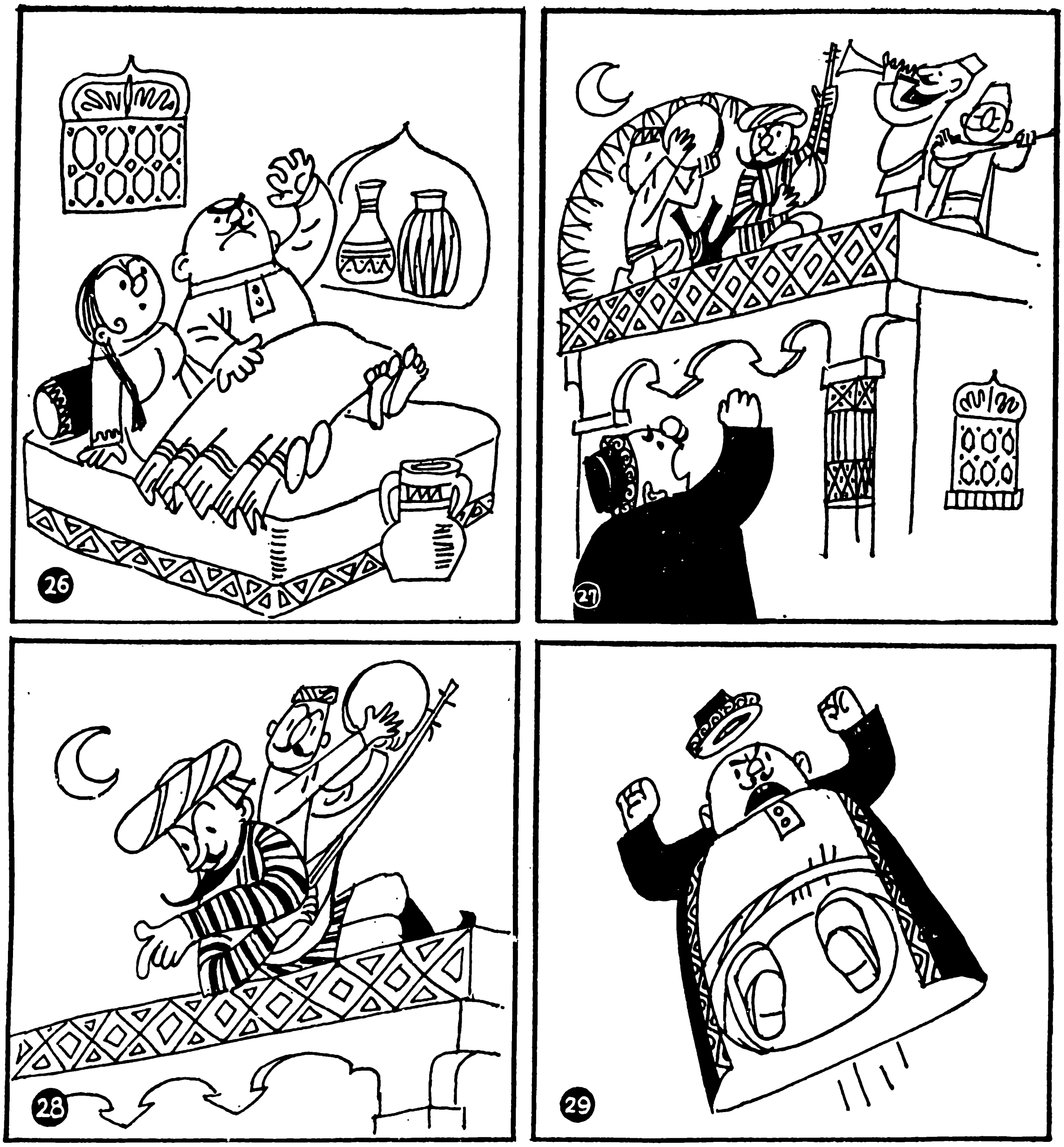

২৬. একরাতে কুকুরের ডাক ও হট্টগোলের শব্দে বড়লোকের ঘুম ভেঙ্গে গেল।

২৭. বড়লোক উঠানে এসে দেখল যে আফান্দী ও তার বন্ধুরা বাড়ীর ছাতে বসে বাজনা বাজিয়ে গান করছে ও খোশ গল্পে মেতে রয়েছে।

২৮. আফান্দী বড়লোককে দেখে বলল, "জনাব, নিজের কেনা গাছের ছায়ার ওপর বসে শীতল হাওয়া সেবন করছি, কোনো বাইরের লোক নেই। আপনি নিশ্চিন্ত মনে ঘরে গিয়ে ঘুমোতে পারেন।"

২৯. বড়লোক হাত-পা ছুঁড়ে চীৎকার করে বলল, "আমি চাঁদের আলোয় গাছের ছায়া তোমাকে বিক্রী করি নি।"

৩০. "জনাব, চুক্তিতে শুধু গাছের ছায়ার কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু সেই ছায়া সূর্যের আলোয় বা চাঁদের আলোয় হবে এমন কোনো কথা লেখা নেই। আপনি ঘরে গিয়ে একবার ভালো করে বিক্রয়নামা পড়ে দেখুন!" একথা বলে আফান্দী ও তার বন্ধুরা রবাব বাজাতে এবং গান গাইতে শুরু করল।

৩১. আফান্দীর যুক্তি শুনে বড়লোক নিজের রাগ হজম করে ঘরে ফিরে এসে আফান্দী-কে জব্দ করার ফন্দী আঁটিতে থাকল। কিন্তু তার স্ত্রী তাকে গালাগাল দিয়ে তার দোষারোপ করতে লাগল। তাই বড়লোকের মাথায় কোন ফন্দী এল না।

৩২. বড়লোক মনে মনে বুঝল সূর্য আর চাঁদের অবস্থান অনুযায়ী গাছের ছায়ারও হেরফের হয়। কখনো ছায়া দরজার সামনে উঠানে আসে, কখনো আবার উঠান ছেড়ে বাড়ীর মাথায় আসে..... কিন্তু গোলমালের তো সবেমাত্র শুরু, পরে কী অবস্থা হবে তা কে জানে আর কিভাবে সে এই সমস্যার মোকাবেলা করবে?

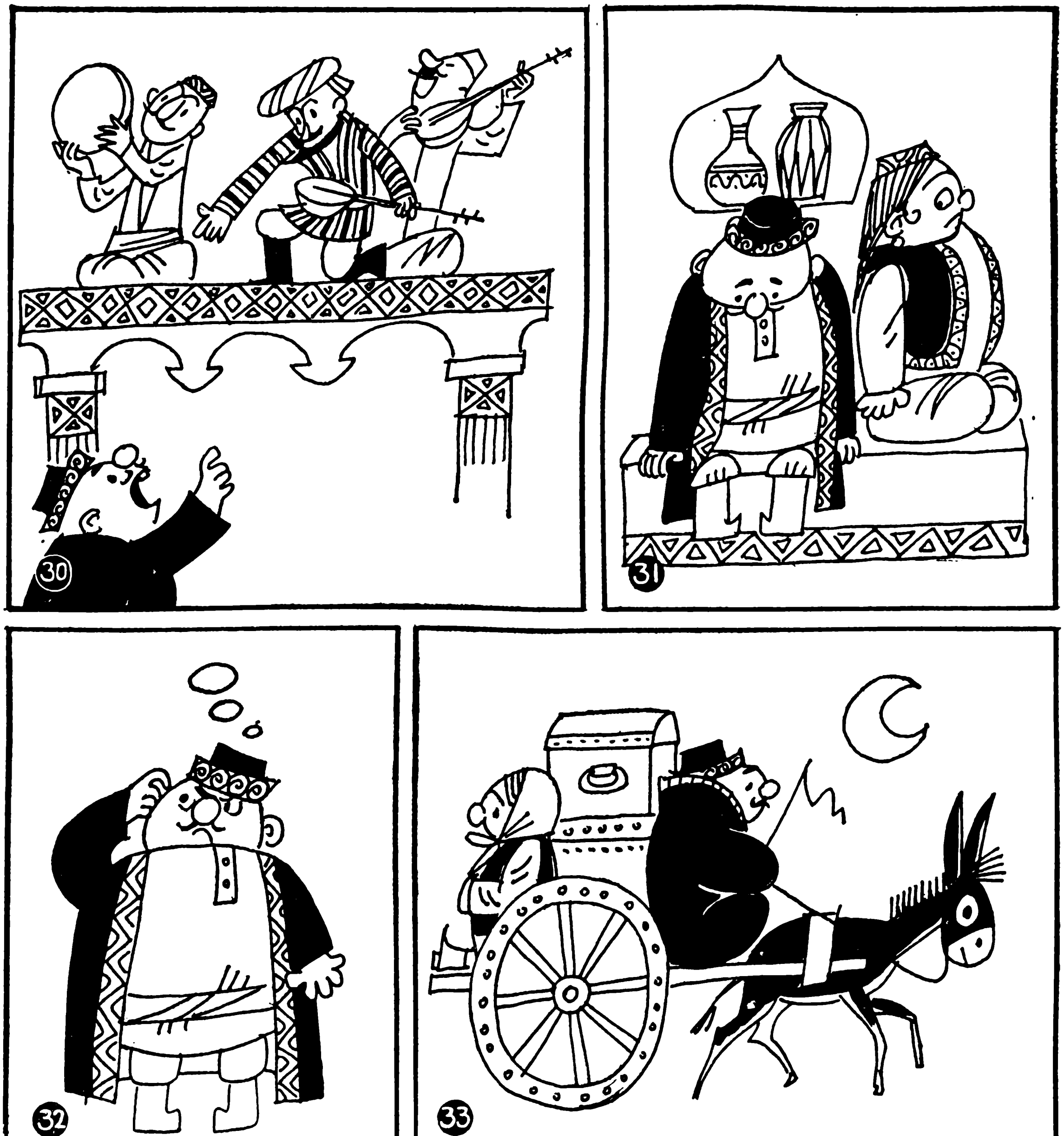

৩৩. ভাবতে ভাবতে বড়লোকের মনে ভীষণ ভয় হল। পরদিন ভোরে সে সব মালপত্র গুছিয়ে তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে এই গ্রাম ছেড়ে অনেক দূরের এক গ্রামে চলে গেল।

৩৪. বুদ্ধিমান আফান্দী গ্রামবাসীদের হয়ে বড়লোককে তার প্রাপ্য শাস্তি দিল। তখন থেকে সকল গ্রামবাসী ও পথচারী নির্ভাবনায় এই গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করত বা কখনো কখনো নাচ-গান ও ভোজোৎসব করত।

হাঁড়ির বাচ্চা

সম্পাদক : লিন ছুয়ানসিন
চিত্রকর : চিয়াং তাইমিং

১. একবার নাসেরুদ্দীন আফান্দী জমিদারের কাছ থেকে দিন হিসেবে একটি মাংস রান্না করার বড় হাঁড়ি ভাড়া নিল।

২. কিছুদিন পর আফান্দী জমিদারের বাড়ী এসে আনন্দে বলল, "হুজুর, আপনাকে একটি শুভ-সংবাদ দিচ্ছি। আপনার হাঁড়ি একটি বাচ্চা দিয়েছে।"

৩. জমিদার বলল, "সব বাজে কথা। হাঁড়ি কি করে বাচ্চা দেয়।"

৪. আফান্দী বলল, "আপনি স্বচক্ষে দেখুন।" এই কথা বলে সে পকেট থেকে এক ছোটো হাঁড়ি বের করলো।

৫. আফান্দী খুব সতর্কতার সঙ্গে জমিদারের হাতে ছোটো হাঁড়িটি দিয়ে বলল, "বাচ্চাটি কতো সুন্দর।"

৬. জমিদার মনে মনে ভাবল, "দুনিয়াতে এমন তাজ্জব ব্যাপার কি ঘটে! এই বোকা যখন বোকামির কাজ করছে, তখন আমি এটি না নিলে আমিও বোকা হয়ে যাবো।" এই ভেবে জমিদার আনন্দের ভাণ করে বলল, "ঠিক, বাচ্চাটি সত্যিই তার মায়ের মতো।"

৭. জমিদার ছোটো হাঁড়িটি নিলে আফান্দী চলে যেতে উদ্যত হল। তখন জমিদার তাকে বার বার বলল, "আফান্দী, আমার বড় হাঁড়িটিকে তুমি যেন ভালো করে দেখাশোনা কর যাতে সে আরো বাচ্চা দিতে পারে।" আফান্দী উত্তর দিল, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

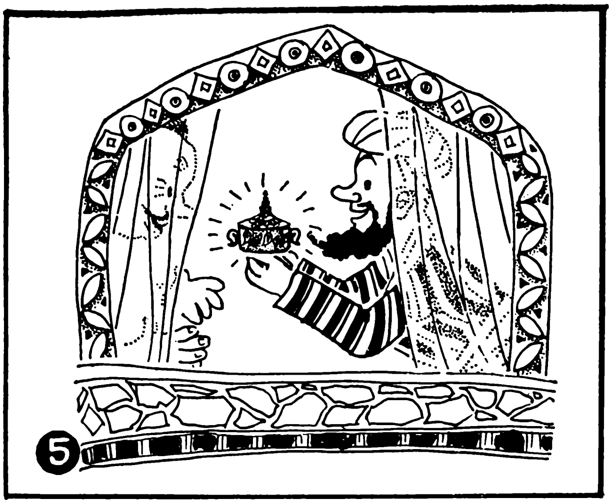

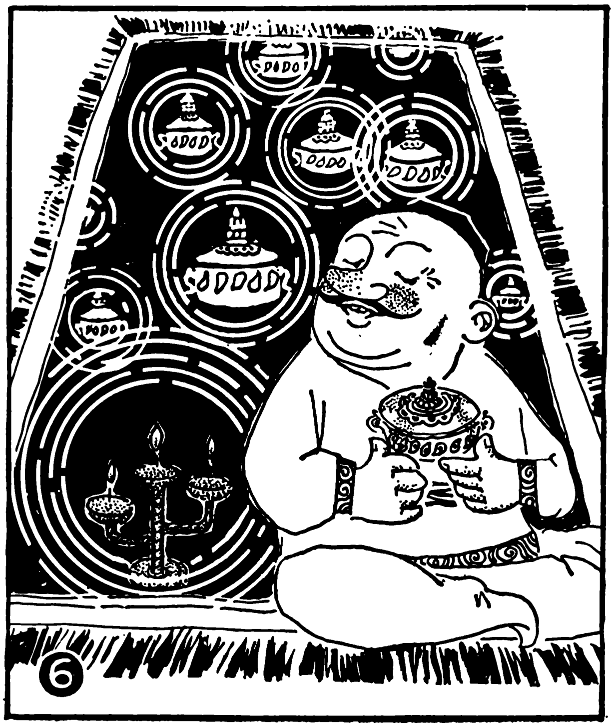

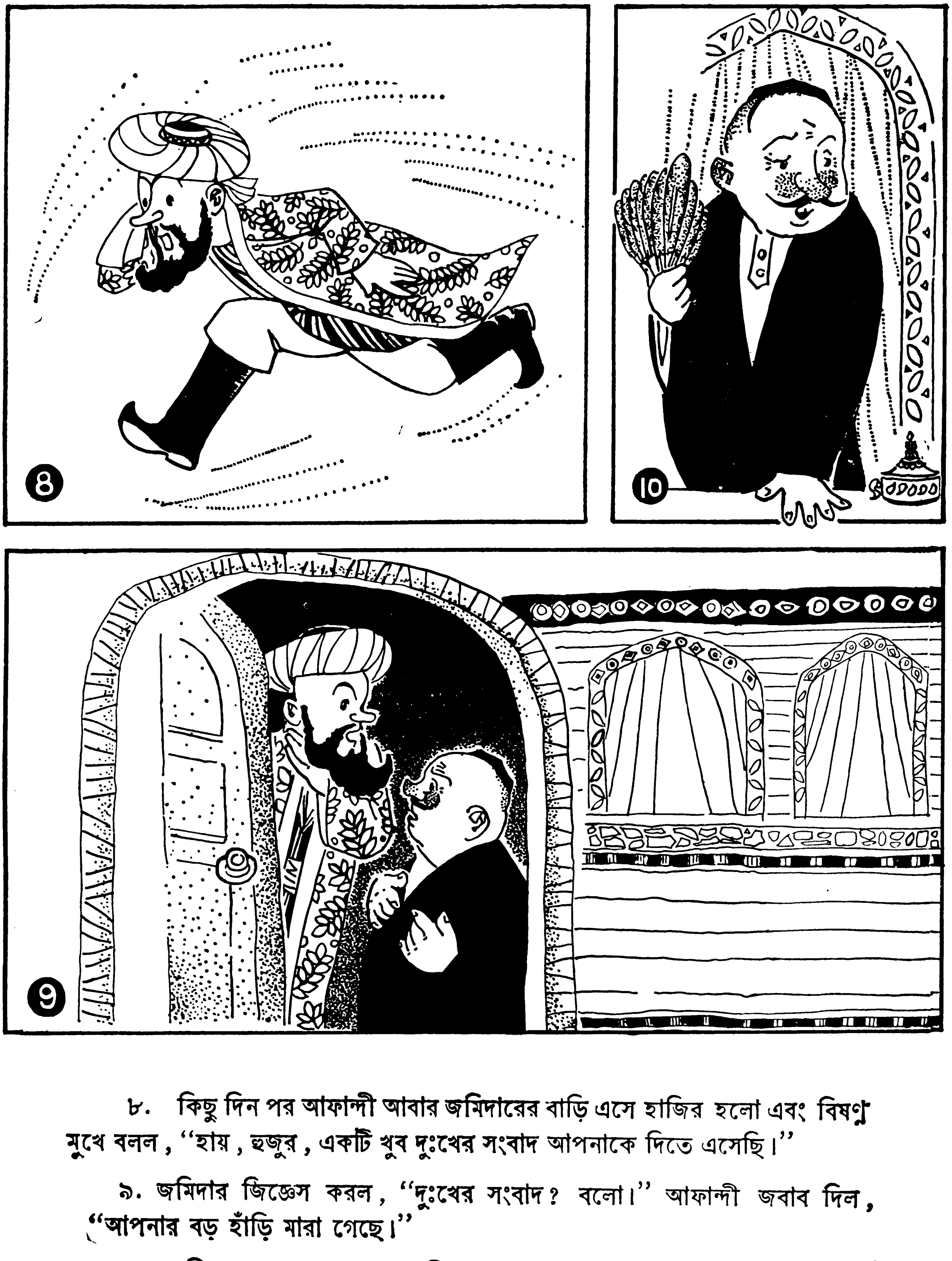

৮. কিছু দিন পর আফান্দী আবার জমিদারের বাড়ি এসে হাজির হলো এবং বিষণ্ণ মুখে বলল, "হায়, হুজুর, একটি খুব দুঃখের সংবাদ আপনাকে দিতে এসেছি।"

৯. জমিদার জিজ্ঞেস করল, "দুঃখের সংবাদ? বলো।" আফান্দী জবাব দিল, "আপনার বড় হাঁড়ি মারা গেছে।"

১০. জমিদার রেগে আগুন হয়ে চীৎকার করে উঠল, "মূর্খ, কি যা-তা বলছো? লোহার তৈরী জিনিষ কি করে মারা যায়?"

১১. আফান্দী শান্তভাবে বলল, "হুজুর, ভেবে দেখুন, যদি বড় হাঁড়ি একটি বাচ্চা দিতে পারে তাহলে সে মারাও যেতে পারে।" তখন জমিদার বুঝতে পারল আফান্দীর ছোটো হাঁড়ি দেবার আসল অর্থ।

১২. আফান্দীকে বড় হাঁড়িটি দেবার ইচ্ছা জমিদারের আদৌ ছিল না। তাই সে বলল, "ঠিক আছে, বড় হাঁড়ি যখন মারাই গেছে তখন তার দেহ আমাকে ফেরত দাও।"

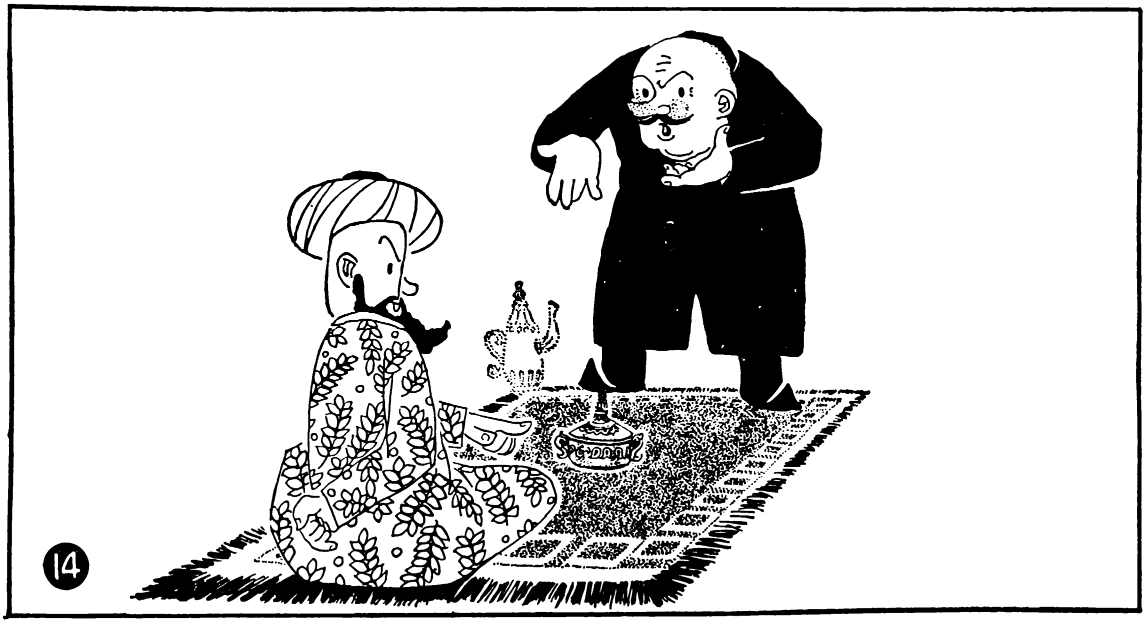

১৩. আফান্দী বলল, "আফসোসের কথা, বড় হাঁড়ির দেহ আমি চুল্লীর মধ্যে দিয়ে এসেছি।"

১৪. জমিদার ভীষণ রেগে আফান্দীকে বলল, "ধোঁকাবাজ, তুমি আমার বড় হাঁড়িটি গায়েব করতে চাও?" আফান্দী জবাব দিল, "আপনি আমার ছোটো হাঁড়ি ধোঁকা দিয়ে নিয়েছেন।" তখন দুজনের মধ্যে তুমুল ঝগড়া শুরু হল।

১৫. এই ঘটনা চারিদিকের বাসিন্দারা জানতে পারবে এবং নিজের খ্যাতি নষ্ট হবে সেই ভয়ে জমিদার আফান্দীর সঙ্গে আপোষ-রফা করতে চাইল। সে আফান্দীকে বলল, "আফান্দী, তুমি কাউকে ছোটো হাঁড়ির কথা না বললে আমি আমার বড় হাঁড়ি তোমাকে উপহার দেবো, কেমন?"

১৬. আফান্দী জমিদারের কথা না মেনে গলার স্বর আরো উঁচু করে ঝগড়া করতে লাগল।

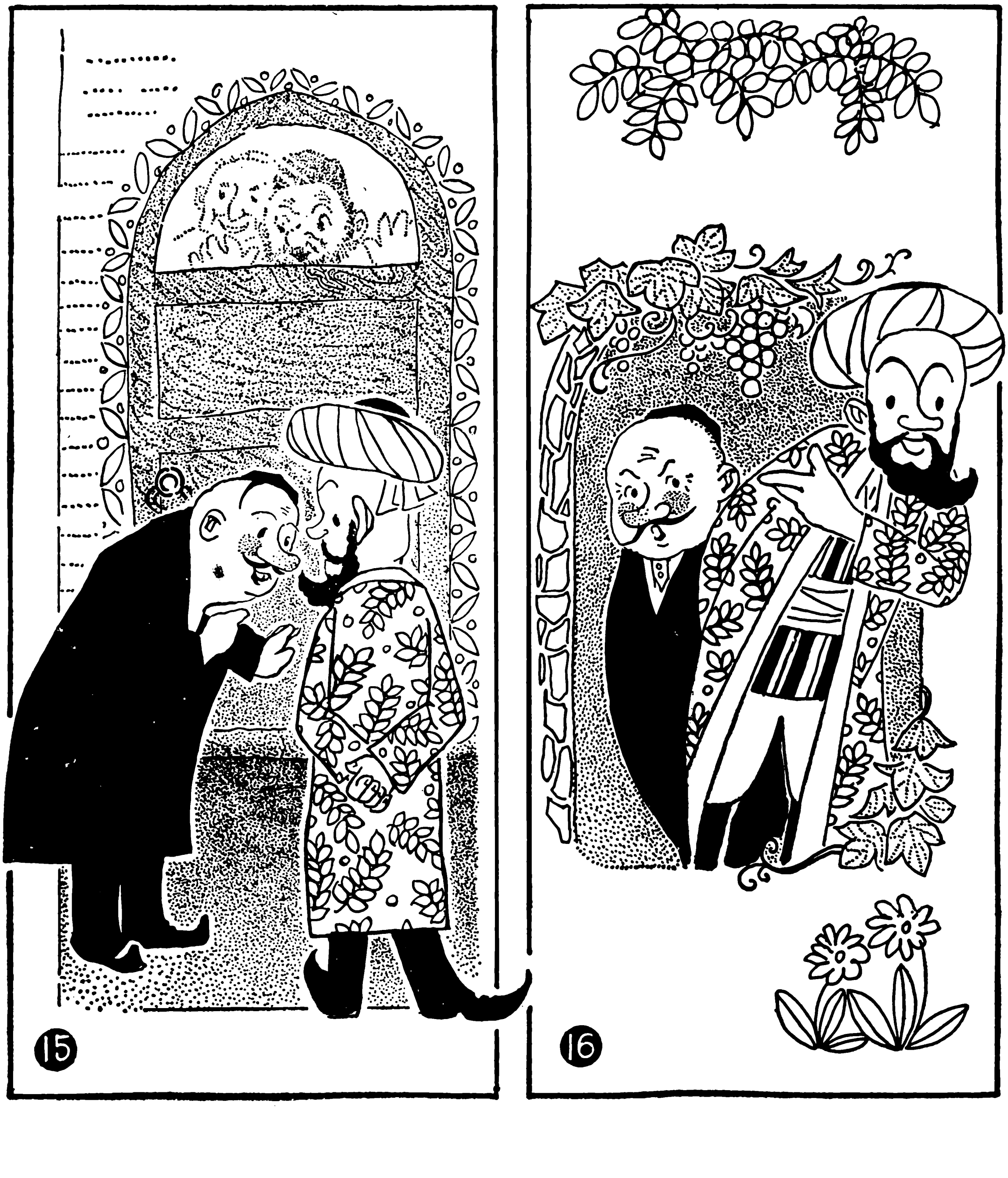

১৭. আফান্দীর আসল উদ্দেশ্য ছিল এই ঝগড়ায় সবাই জানবে জমিদার কতো স্বার্থপর ও কৃপণ।

阿凡提故事
种 金 子
谢德风 英 洲 张凤禾 蔺传新 改编
孙以增 刘德璋 缪印堂 蒋代明 绘画
*
外文出版社出版
（中国北京百万庄路24号）
外文印刷厂印刷
中国国际图书贸易总公司
（中国国际书店）发行
北京399信箱
1988年（16开）第一版
（孟）
ISBN 7—80051—293—2/J 386
00350
88—Be—317P

সোনা বপন

আফান্দী সম্পর্কে গল্পের সংখ্যা প্রচুর। বর্তমান পুস্তিকাতে ‘‘সোনা বপন’’, ‘‘যার দেয়াল সেই ভাঙ্গে’’, ‘‘ধোঁকার ঝুলি’’, ‘‘গাছের ছায়া কেনা’’ ও ‘‘হাঁড়ির বাচ্চা’’ পাঁচটি গল্প চিত্রের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। এই গল্পগুলি ছোট হলেও রসিকতায় ভরা। এই পুস্তিকার ছবিগুলি এঁকেছেন চীনের বিখ্যাত কয়েকজন কার্টুন শিল্পী।

ISBN 7—80051—293—2